দৈনিক সংবাদ

DEC. 1 2 2000

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৮ কলাম ... ৭

75

সাদত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অনেক সমস্যা

প্রোফাইল

সেশনজট, আবাসিক সমস্যা, অধ্যক্ষের পদসহ ২৩টি শিক্ষকের পদ শূন্য, পরিবহন সমস্যা, টেলিফোন লাইন অকেজো, শ্রেণীর কক্ষের অভাব, পরীক্ষা ভবন, বিজ্ঞানাগার, শিক্ষকদের আবাসিক সমস্যা, খেলাধুলার সুষ্ঠু পরিবেশসহ ইত্যাদি হাজারো সমস্যায় জর্জরিত করটিয়া সরকারি সাদত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের প্রায় ১৭ হাজার ছাত্রছাত্রী। ১৯২৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পর দীর্ঘ ৭৪ বছর অতিবাহিত হবার পরও বাংলার আলীগড় নামে খ্যাত সাদত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ এখনো উন্নয়নের মুখ দেখেনি। আটিয়া পরগনার জনপ্রিয় জমিদার দানবীর ওয়াজেদ আলী খান পন্নী (চাঁদ মিয়া) ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেন সাদত কলেজ। তৎকালে বাংলা ও আসাম প্রদেশে এটিই ছিল মুসলমান জমিদার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম কলেজ। প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের আন্তরিক সহযোগিতা, স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ ছিলেন প্রথম প্রিন্সিপাল। বৃটিশ-ভারতের বঙ্গদেশীয় সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক ১৯৩৯ সালে প্রসাদ ভবন নির্মাণ করেন। অগ্রগতির ধারাবাহিকতায় বর্তমানে সাদত বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি পাস কোর্স, ১৪টি বিষয়ে অনার্স ও ৬টি বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স চালু রয়েছে।

ছাত্রছাত্রীরা 'সংবাদ'কে জানান হাজারো সমস্যায় জর্জড়িত সরকারি সাদত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ। ১৭ হাজার ছাত্রছাত্রীর জন্য আবাসিক হোস্টেল সিট বরাদ্দ রয়েছে মাত্র ৬শ। এর মধ্যে ৪শ ছাত্র এবং ২শ ছাত্রীদের জন্য সিট। ১ সিটে ১ জনের পরিবর্তে ৩/৪ জন গাদাগাদি করে থাকে। এ ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ তপন কুমার বর্ধনের সাথে আলাপকালে তিনি জানান, এ কলেজের সমস্যা দীর্ঘদিনের। ১শ ১১টি শিক্ষক পদের মধ্যে অধ্যক্ষের পদসহ ২৩টি পদ শূন্য দীর্ঘদিন ধরে। অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ৪২টি পদের মধ্যে ১৬টি পদ শূন্য। কাজকর্ম চলে ভাড়া করা শ্রমিক দিয়ে। ৪টি বাসের মধ্যে ২টিই অচল। সচল করার কোন উদ্যোগ নেই। টেলিফোন লাইন বিকল অবস্থা ১০ বছর ধরে। মেরামতের কোন উদ্যোগ নেই। ফলে জরুরি প্রয়োজনে যোগাযোগ বন্ধ থাকে। নিজস্ব কোন পরীক্ষা ভবন না থাকায় ১২ মাসের মধ্যে ৮ মাসই কলেজ বন্ধ থাকে। যার ফলে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার মারাত্মক ক্ষতি হয়ে থাকে। বিজ্ঞানাগার নেই। শিক্ষকদের আবাসিক সমস্যা আরো প্রচন্ড, ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় পরিবার-পরিজন নিয়ে বসবাস করেন। বার বার কর্তৃপক্ষের কাছে জানিয়েও মেরামতের কোন উদ্যোগ নেই। দেশের দূর-দূরান্ত থেকে ছাত্রছাত্রীরা আবাসিক হোস্টেলে থাকে। কিন্তু স্থানীয় কিছুসংখ্যক মস্তান আর চাঁদাবাজদের অত্যাচারে নিরীহ ছাত্রছাত্রীরা অতিষ্ঠ বলে অভিযোগ করলেন। ছাত্রী হোস্টেলের গেটের সামনে স্থানীয় টাউট-বাটপাড়দের ভিড় লেগেই থাকে। প্রশাসনকে অভিযোগ করে ও কোন লাভ হয় না বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অন্তত ২০/২৫ জন ছাত্রী 'সংবাদ'কে জানিয়েছেন। তারা আরও জানালেন, ১৭ হাজার ছাত্রদের জন্য মাত্র ২টি ক্যান্টিন তাও আবার নোংরা পরিবেশ। যে ক্যান্টিনে বসে খাবার যোগ্য নয়। ছাত্রী হোস্টেল ও ছাত্র হোস্টেলের পানি সাপ্লাই, বাথরুম সমস্যা দীর্ঘদিনের। আশপাশ নোংরা

পরিবেশে ও আবর্জনায় ঢাকা থাকে। কিছুসংখ্যক নামধারী ছাত্রনেতা ও স্থানীয় ক্যাডাররা ক্যাম্পাসে ফেনসিডিলসহ নেশা জাতীয় দ্রব্য প্রকাশ্যে খেয়ে মাতলামি করে বেড়ায়। বিনোদনের কোন ব্যবস্থা নেই। একটিমাত্র খেলার মাঠ। তাও আবার অধিকাংশ সময় স্থানীয় প্রভাবশালীদের দখলে থাকে।

এদিকে অভিযোগ রয়েছে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক বিভিন্ন কোচিংয়ের সঙ্গে জড়িত। ক্লাস ফাঁকি দিয়ে কোচিং ও প্রাইভেট পড়ানো নিয়ে ব্যস্ত থাকে। টিউটোরিয়াল ও মৌখিক পরীক্ষার সময় শিক্ষকদের মনমত টাকা না দিলে পরীক্ষায় ভাল নম্বর দেয়া হয় না। নিরীহ ছাত্রছাত্রীদের তারা জিম্মি করে রাখে। কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করেও লাভ হয় না। মোট কথা হাজারো সমস্যায় জর্জরিত সাদত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ। ১৭ হাজার ছাত্রছাত্রীর প্রাণের দাবি, সরকার যদি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি একটু নজর দেন তবেই সকল সমস্যা সমাধান হবে বলে তাদের বিশ্বাস।